

ার্ট্রি সহীহ শামায়েলে তিরমিযী

হাদিস নাম্বারঃ ২৪৯

৪৫. রাসূলুল্লাহ (খুদ্রি) এর ক্রন্দন (খুদ্রি الله عليه)

আরবী

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : انْكسفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِلِّي ، حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، ثَمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ ، فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي ، وَيَقُولُ : " رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذّبُهُمْ وَهُمْ وَيَقُولُ : " رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَ " . فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ يَعْلَى يَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ وَنَ ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ كَ " . فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ لا يَنْكَسِفَانِ إِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَا , فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَلَى " .

বাংলা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাতে গেলেও ক্রন্দন করতেন:

২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সালাতে দণ্ডায়মান হন। এতে তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর রুকৃতে যাবেন না। যখন রুকৃতে গেলেন, তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আর মাথা তুলবেন না। তারপর যখন মাথা উঠালেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর সিজদায় যাবেন না। তারপর তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর মাথা উঠাবেন না। তারপর যখন মাথা উঠালেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর সিজদায় যাবেন না। তারপর যখন সিজদায় গেলেন। তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর মাথা উঠবেন না। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন আর ক্রুন্দন করছিলেন এবং দুআ পাঠ করছিলেন যে, হে আমার রব! তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমার উপস্থিতিতে আমার উম্মতকে শাস্তি দেবে না? আমরা তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ যখন ২ রাক'আত সালাত শেষ করলেন, তখন সূর্যও বের হয়ে আসল। অতঃপর তিনি কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানার পর বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। যখন চন্দ্র



বা সূর্য গ্রহণ হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকর-এ লিপ্ত হও।[1]

English

'Abdullah bin 'Umar Radiyallahu 'Anhu reports: ''In the time of Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam there once occurred a solar eclipse Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam went into the masjid, commenced salaah, and stood in giyaam for so long that it was felt that he did not intend to perform the ruku'. (In another narration it is stated that he recited the Surah Bagarah.) He then performed such a long ruku as if he did not want to come up from the Ruku'. Then in the same manner after standing up from the ruku' he stood up for such a long time as if he did not want to perform sajdah, here too he kept his mubaarak head on the ground for such a long time as if he was not going to lift his mubaarak head . In this manner he did the same after lifting the head and sitting in jalsa, and after the jalsa in the second sajdah.In short, in every rukn of the salaah this was done, that every rukn was so long, as if this rukn was going to be performed till the end, and there is nothing after it. (In the same manner he performed the second rak'ah, and in the last sajdah), due to the intense fear he began taking heavy breaths and crying, and began pleading to the Almighty Allah that 'O Allah, it is only You that have promised that when these people make istighfaar there will be no punishment'. This saying of Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam refers to the aayah that is at the end of the ninth juz: "But Allah would not punish them while thou was with them, nor will He punish them while they seek forgiveness;;.-Surah AlAnfaal,33.

When Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam completed the salaah, the sun had cleared already. Rasulullah Sallahu 'Alayhi Wasallam delivered a sermon after this. After uttering the hamd and thanaa, he talked o this subject, that the sun and moon does not eclipse because of the death or birth of anyone, but both are from among the signs of Allah Ta'aala. (That gives His creation a warning so that they may fear Him). When the eclipses occurs then immediately turn towards Allah (begin istighfaar and performing salaah)".

ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম, হা/২১৪০; আবু দাউদ, হা/১১৯৬; সুনানে নাসাঈ, হা/১৪৮২ সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা/১৩৯২ মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১২২৯; বায়হাকী, হা/১৩৭৯।



ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্য গ্রহণের ঘটনায় জীবনে একবার সালাত আদায় করেছিলেন, তা ছিল দশম হিজরী সনে। আবার কেউ কেউ এটি নবম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর চন্দ্রগ্রহণের সালাত আদায় করেছিলেন পঞ্চম হিজরী সনে।

জাহেলী যুগে লোকেরা বিশ্বাস করত যে, কোন বড় ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রকৃত রহস্য বর্ণনা করে বলেছেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর সাথে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই।

The reason for delivering this sermon was that in the days of jaahiliyyah it was a general understanding that the eclipse of the sun and moon were due to the death or birth of a great personality. Coincidently it so happened that when Sayyidina Ebrahim Radiyallahu 'Anhu, the son of Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam passed away, an eclipse took place. Therefore this nurtured the view held during the days of jaahiliyyah. People began saying that the eclipse was the result of the death of Sayyidina Ebrahim Radiyallahu 'Anhu. The a-immah differ in that during the solar eclipse should one or more than one ruku' be performed in one rak'ah. The Hanafis say that only one ruku' should be performed (in one rak'ah). This hadith strengthens their view. However scholarly differences and the proofs of the opposing schools are not relevant here.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইমাম পাবলিকেশন্স লিমিটেড

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন